ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা

(Trust in God's Power)

আদিপুস্তক ৪৯ অধ্যায় ৯-৩২ পদ

যোষেফ আশা করেছিল, প্রধান পানপাত্রবাহক নিজের কাজে পুনরায় নিযুক্ত হবার পর যোষেফকে মনে করবে, এবং মিসররাজের কাছে যোষেফের দুঃখের কথা বলবে, যাতে যোষেফ সেই কারাগার থেকে ছাড়া পায় (৪০:১৪-১৫)। যোষেফের কথা মতো ফরৌণের জন্মদিনে প্রধান পানপাত্রবাহককে তার কাজে পুনরায় বহাল করা হয়েছিল, কিন্তু যোষেফের সেই আশার মুখে ছাই দিয়ে, যে কথা বলে ৪০ অধ্যায় শেষ হয়েছে, তা হল, *"**তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে স্মরণ করল না, ভুলে গেল**"* (আদিপুস্তক ৪০:২৩)। প্রথম দিকে যোষেফ নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে সেই লোকের আগমন আশা করেছিল, যে তাকে সেই অন্ধকার কারাকূপ থেকে বের করে নিয়ে যাবে। কিন্তু এইভাবে দুই বৎসর কেটে গেছে (৪১:১ পদ), প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে স্মরণ করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। আমরাও একই কাজ করে থাকি। অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য কোনও ব্যক্তির কাছে ছুটে যাই, সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করি, বিনিময়ে অনেক অঙ্গীকারও করি, কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হবার পর সব ভুলে যাই। প্রধান পানপাত্রবাহক আমাদেরই প্রতিনিধি।

ধরা যেতে পারে, দুই বৎসর কেটে যাওয়ায় যোষেফের মনে কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আশা ক্রমশ কমতে শুরু করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর যোষেফকে ভুলে যাননি, তিনি তাঁর পরিকল্পনা মতো যোষেফকে কারাগার থেকে উদ্ধার করতে মিসররাজকে দুটি স্বপ্ন দেখালেন। যখন সকলেই তাঁর স্বপ্নের অর্থ করতে ব্যর্থ হল, তখন যোষেফের কথা প্রধান পানপাত্রবাহকের মনে পড়ল। যোষেফকে রাজবাড়ীতে ডেকে পাঠানো হল।

সেই দিনটা ছিল আর পাঁচটা দিনের মতোই। কয়েদীর পোষাক পরে জেলের মধ্যে যোষেফ তার দিনের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ তার কানে এল সেই আদেশ, *"গোঁফ-দাড়ি কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, নতুন পোষাক পরে রাজবাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।"* যোষেফের জীবনে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হয়েছে। এমন নাটকীয় ও অকস্মাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। কারণ এই পরিবর্তন যদি ধাপে ধাপে ঘটত, তাহলে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে যোষেফ তেমন কষ্ট অনুভব করত না। কিন্তু একদিনে হঠাৎ এমন পদোন্নতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন। কারণ, একদিকে যেমন এই অকস্মাৎ উন্নতি, সাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধির দ্বারা বিপথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থাকে; তেমনই অন্যদিকে, অতীতের দুঃখ-কষ্টপূর্ণ স্মৃতি সেই সাচ্ছন্দ্য উপভোগে বাধা দেয়। কিন্তু ৪১ অধ্যায় যোষেফের বিষয় যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা হল, যোষেফ পাল্টায়নি; কারাগারের মধ্যে দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করার সময় যোষেফ যে সমস্ত গুণাবলির অধিকারী হয়েছে, কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রাজবাড়ীতে এসেও যোষেফ তাদের প্রকাশ রেখেছে।

১। যোষেফের জীবনে কীভাবে এই পরিবর্তন এল?

৪১:১ পদে বলা হয়েছে, *"**দুই বৎসর পরে ফরৌণ স্বপ্ন দেখলেন।**"* যোষেফের কাহিনীতে সমস্ত স্বপ্নকে আমরা জোড়ায় জোড়ায় দেখতে পাই (যোষেফ নিজে দুটি স্বপ্ন দেখেছিল, কারাগারে ফরৌণের পানপাত্র- বাহক ও রুটিপ্রস্তুতকারী একইসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিল)। এখানেও কোনো ব্যতিক্রম নয়, ফরৌণ দুটি স্বপ্ন দেখেন। প্রথম স্বপ্নে ফরৌণ দেখতে পান, *"**তিনি নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন**"* (২ক পদ)। সহজেই ধরা যায়, এই নদী হল, মিসরের বিখ্যাত নীলনদ, মিসরীয় সভ্যতার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পেছনে যে নদীর অবদান অনস্বীকার্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বৃষ্টির অভাবে বা খরায় যখন পার্শবর্তী বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তখন মিসর কিন্তু সুজলাং সুফলাং থেকে গেছে। (এই কারণেই আদি ১২:১০-২০ পদে আমরা অব্রাহামকে প্রতিজ্ঞাত কনান দেশ ত্যাগ করে মিসরে নেমে যেতে দেখেছি)। এখন, মিসরীয় সভ্যতা নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠার পেছনে কারণ হল, মিসরে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হোক বা না-হোক নীলনদ ছিল সারা বৎসর জলে কানায় কানায় পূর্ণ। ফলস্বরূপ, এই নদী এর চারপাশে পর্যাপ্ত পলি বয়ে আনত, কৃষিকাজে জল সরবরাহ করত ও মেষদের জন্য ঘাষেরও জোগান দিত। পাশাপাশি, জলপথে যোগাযোগেরও সুবিধা ছিল।

ফরৌণ তাঁর স্বপ্নে এই নদী থেকে প্রথমে ৭টি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভীকে উঠতে দেখলেন এবং নদীর পারে খাগড়া বনে চড়তে দেখতে পেলেন। নীলনদের ন্যায় এই ৭টি গাভীও ছিল হৃষ্টপুষ্ট, মোটাসোটা। কিন্তু ফরৌণ তাঁর স্বপ্নে আরও দেখলেন, তাদের অনুসরণ করে আরও ৭টি গাভী নদী থেকে উঠল, কিন্তু এরা ছিল রোগাপাতলা ও বিশ্রী দেখতে। কেবল তাই-ই নয়, স্বপ্নে ফরৌণ আরও দেখতে পেলেন, সেই ৭টি বিশ্রী গাভী ৭টি সুন্দর গাভীকে খেয়ে ফেলল কিন্তু বিশ্রীই থেকে গেল। এরপর ফরৌণের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ফরৌণ আবার ঘুমিয়ে পড়েন এবং দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখেন। এবারে তিনি একটি বোঁটায় ৭টি মোটা ও উত্তম শীষ দেখতে পান, যা হল প্রচুর শস্য এবং তার সঙ্গে প্রাচুর্যের প্রতীক। কিন্তু তারপর তিনি ৭টি রোগা ও মন্দ শীষকে দেখতে পেলেন। এমন রোগা ও মন্দ শীষ উৎপন্ন হবার পেছনে যে কারণের কথা বলা হয়েছে, তা হল, পূর্বদিকের মরুভূমি থেকে বয়ে আসা শুষ্ক কাঠ-ফাটা বাতাস, যা ঐ সমস্ত শীষকে শুকিয়ে ফেলেছে। প্রথম স্বপ্নের ন্যায় দ্বিতীয় স্বপ্নেও ঐ ৭টি রোগা-শুষ্ক শীষ সেই ৭টি মোটা-উত্তম শীষকে গিলে খেয়ে নিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এমন দুটি স্বপ্ন দেখার পর ফরৌণের মন অস্থির হল। স্বপ্ন দুটির অর্থ কী, তা জানবার আগ্রহে তার দেশের সমস্ত মন্ত্রবেত্তা ও জ্ঞানীদের তিনি ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তাঁর স্বপ্নের অর্থ বলতে পারল না। এর আগে আমরা যোষেফের সঙ্গে সেই কারাগারে রাজার পানপাত্রবাহক ও রুটিপ্রস্তুতকারীকে দেখেছিলাম। তারা দুজনেই স্বপ্ন দেখেছিল এবং বিষণ্ন হয়েছিল (৪০:৭-৮), কারণ তারা ভেবেছিল, সেই কারাগারে তাদের স্বপ্নের সঠিক অর্থ বলতে পারে, এমন কেউ নেই। এখানে আমরা ফরৌণকে দেখতে পাচ্ছি, যদিও তিনি তাদের মতো কারাগারে আবদ্ধ নন, তথাপি তিনিও তাদেরই মতো একই বিপাকে পড়েছেন। দেশের সমস্ত মন্ত্রবেত্তা ও জ্ঞানীকে ডেকে পাঠালেও, তাদের মধ্যে কেউই তাঁর স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারছে না (৪১:৮)।

অবশেষে, এমন পরিস্থিতিতে পানপাত্রবাহক যোষেফের কথা স্মরণ করল। রাজাকে তার ন্যায় একই সমস্যার মুখোমুখি হতে দেখে, পানপাত্রবাহক সেই যোষেফকে স্মরণ করল যে তার স্বপ্নের সঠিক অর্থ করেছিল। শেষ পর্যন্ত অকৃতজ্ঞ না হয়ে, পানপাত্রবাহক ফরৌণকে যোষেফের বিস্তৃত পরিচয় দিল। ধৈর্য সহকারে দুই বৎসর ধরে দীর্ঘ অপেক্ষার পর, যোষেফের আশা পূর্ণ হতে চলেছে, সেই অন্ধকার কারকূপ থেকে যোষেফ মুক্ত হতে চলেছে।

আমরা কি যোষেফের মতো ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা রেখে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করি? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন আমাদের চিন্তামতো পদ্ধতিতে বা সময়ে আমাদের আশা পূর্ণ হয় না, তখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাই। সমস্যা হল, আমরা যদিও যীশুর শেখানো সেই প্রার্থনার কথাগুলি উচ্চারণ করি, কিন্তু আমরা যথার্থ অর্থে সেই প্রার্থনা করি না। আমরা যদিও উচ্চারণ করি, ***"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যেমন স্বর্গে পৃথিবীতেও তেমনই হোক"*** (মথি ৬:১০); কিন্তু আসলে মনে মনে যে বিষয় ইচ্ছা করি, তা হল, *"আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

২। পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন কি যোষেফকে পরিবর্তিত করেছিল?

যোষেফকে যখন ফরৌণের কাছে আনা হল, তখন ফরৌণ যোষেফকে এমন কথা বলেছিলেন, *"তোমার বিষয় আমি শুনেছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনলে অর্থ করতে পার"* (৪১:১৫)। রাজার মুখে নিজের বিষয় এমন কথা শুনে যোষেফ নিজের গুণগান করতে প্রলুব্ধ হতে পারত, নিজেকে নায়ক বানাতে পারত। কিন্তু তা না করে, যোষেফ ফরৌণকে যে উত্তর দিয়েছে, তা হল, *"তা আমার অসাধ্য, ঈশ্বরই ফরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দেবেন"* (৪১:১৬)। রাজবাড়ীতে ডাক পেয়ে রাজার সামনে যোষেফ যে কথা বলেছে, অন্ধকারের কারাকূপ, তথা জেলে বসে যোষেফ দুই রাজকর্মচারীকে যে কথা বলেছিল, সেই কথার সমান্তরাল, *"(স্বপ্নের) অর্থ করবার শক্তি কি ঈশ্বর থেকে হয় না?"* (৪০:৮)। এর থেকে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, কারাগর হোক বা রাজবাটি হোক, যোষেফ সর্বদা ঈশ্বরে আস্থা রেখেছে, কেবল তাঁতেই নির্ভর করেছে। আগবাড়িয়ে নিজের কৃতিত্বের বড়াই করার পরিবর্তে, যোষেফ পূর্বে যেমন করেছে, এখানেও সেই একই কাজ করেছে: ঈশ্বরে আস্থা রেখেছে, কারণ সে ভালো করে জানে যে, পানপাত্রবাহক বা ফরৌণ নয়, কিন্তু **ঈশ্বরই পারেন তাকে রক্ষা করতে ও তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে**।

যোষেফের এই আচরণের সঙ্গে আমরা যখন নিজেদের আচরণের তুলনা করি, তখন আমরা প্রত্যেকে লজ্জিত হতে বাধ্য হই। আমরা যখন নিজেদের গুণগান করতে ও কৃতিত্ব দাবি করতে সোচ্চার হই, তখন তার দ্বারা যে সত্য প্রকাশ পায়, তা হল, **আমাদের রক্ষা করতে ও আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে** আমরা আমাদের ঈশ্বরে যে আস্থা রাখার কথা বলি, তা সত্য নয়। এ বিষয়ে আমরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরে আস্থা রাখি না। আমরা কেন সর্বদা আমাদের কৃতিত্বের কথা লোকদের জানাতে চাই? কারণ, আমাদের হৃদয়ের গভীরে আমরা যে কথা ভাবি, তা হল, **আমাদের চারপাশের মানুষরাই পারে আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে**। আর এইভাবে আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে মানুষদের উপর আস্থা রাখায়, আমরা তাদের কাছে নিজেদের গুণগান করতে ভালোবাসি, যেন তা শুনে তারা আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে। (ধরুন, সন্ধেবেলায় আমি যখন মণ্ডলী থেকে বাড়ি ফিরি, তখন সেরা আমার কাছে এসে, সারাদিন সে কত বই পড়েছে, তার হিসাব দেয়, সে কম্পিউটর গেম খেলে সময় নষ্ট করেনি, নিজের বিষয় এই তথ্য দেয়। কেন? কারণ সে চায় আমি যেন তার কৃতিত্বকে স্বীকার করি ও তার ইচ্ছা পূর্ণ করি)। ঠিক একই কারণে, যখন কেউ আমাদের কষ্টসাধ্য কাজকে আমল দেয় না, বা কদর করে না, তখন তা দেখে আমরা চটে যাই। কারণ আমরা সর্বদা নিজেদেরকে সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু দেখতে চাই।

কিন্তু তার পরিবর্তে, আমরা যদি ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবনযাপন করার কথা স্মরণে রাখি, তাহলে আমরা জানব, ঈশ্বর আমাদের দেখছেন, তাঁর জন্যই আমরা জীবনযাপন করছি, তিনিই আমাদের রক্ষা করেন ও আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। ফলস্বরূপ, আমরা নিজেদের গৌরব চেষ্টা করে নিজেদের বড়াই করব না, পরিবর্তে ঈশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার করব। লোকদের কাছে নিজেদের খ্যাতি প্রচার করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের আড়াল করব ও ঈশ্বরকে উচ্চীকৃত করব। যোষেফ এই চিন্তা ও মনোভাবের অধিকারী ছিল, তাই সে এমন কথা বলেছে, *"তা (স্বপ্নের অর্থ করা) আমার অসাধ্য, ঈশ্বরই ফরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দেবেন"* (৪১:১৬)।

যোষেফের এই কথা শুনে ফরৌণ যোষেফের কাছে তাঁর দেখা স্বপ্ন দুটির আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন (৪১:১৭-২৪)। স্বপ্ন দুটির বর্ণনা শোনার পর যোষেফ তাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, তা হল, ৭টি গাভী ও ৭টি শীষ হল ৭ বৎসরের প্রতীক;

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রথম ৭ বৎসর যখন দেশে শস্যের বাহুল্য হবে, তখন পরবর্তী ৭ বৎসর দেশে শস্যের দুর্ভিক্ষ হবে। ফরৌণের স্বপ্নের এই যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা করে যোষেফ যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিল, কারণ তার কথা শুনে ফরৌণ চটে যেতে পারত। মিসরের ধর্মের চিন্তায়, ফরৌণ নিজে ছিল তাদের উপাস্য দেবতার মূর্তপ্রকাশ। তাই দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি ফরৌণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত বলে বিশ্বাস করা হত। কিন্তু ফরৌণের স্বপ্ন দেখা ও যোষেফের দ্বারা সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছে। স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার দ্বারা ফরৌণের নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। ২৫ পদে যোষেফ এমন কথা বলেছে, ***"ঈশ্বর যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই-ই ফরৌণকে জ্ঞাত করেছেন।"*** দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি ফরৌণ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপরই নির্ভরশীল। ঈশ্বরই আপন সার্বভৌম ক্ষমতায় ৭ বৎসরের শস্য বাহুল্য ও পরবর্তী ৭ বৎসরের দুর্ভিক্ষ আনতে চলেছেন। ২৮ পদে যোষেফ এই কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলেছে, ***"ঈশ্বর যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তা ফরৌণকে দেখিয়েছেন।"***

স্বপ্নের অর্থ করতে গিয়ে যোষেফ আরও বলেছে, ***"ফরৌণের কাছে দু'বার স্বপ্ন দেখাবার ভাব এই: ঈশ্বর এটা স্থির করেছেন, এবং ঈশ্বর এটা শীঘ্র ঘটাবেন"*** (৩২ পদ)। ফরৌণ যেমন একই অর্থের দুটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যোষেফও প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে একই অর্থের দুটি স্বপ্ন দেখেছিল *[*দাদাদের আঁটি তার আঁটিকে প্রণাম, এবং সূর্য, চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্রের দ্বারা তাকে প্রণাম। ১৭ বৎসর বয়সে যোষেফ স্বপ্ন দেখেছিল (৩৭:২), আর এখন তার বয়স ৩০ বৎসর (৪১:৪৬)*]*। নিজের স্বপ্ন দেখার পর ১৩ বৎসর কেটে গেলেও তার পূর্ণতা যখন সুদূর ভবিষ্যৎ, তখন যোষেফ দৃঢ়তার সঙ্গে ফরৌণকে জানিয়েছে, ***"ঈশ্বর এটা শাঘ্র ঘটাবেন।"*** এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি, ঈশ্বরের প্রতি যোষেফের প্রচুর বিশ্বাস ছিল। নিজের জীবনে যদিও ঈশ্বর তাঁর দেখানো স্বপ্ন পূর্ণ করেননি, ফরৌণের প্রতি তা তিনি শীঘ্র পূর্ণ করবেন।

আরও একটি সত্য আমরা এখানে দেখতে পাই, আর তা হল, 'শীঘ্র' বলতে আমরা যা বুঝি, তা থেকে ঈশ্বরের চিন্তার 'শীঘ্র' অনেক আলাদা। তথাপি, আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের সার্বভৌম উত্তম পরিকল্পনা তাঁর নিখুঁত সময়ে তিনি সাধন করে থাকেন। আমাদের মনোমতো সময়ে তিনি যদি তা সাধন নাও করেন, তা দেখে বিশ্বাসী আমরা নিরাশাগ্রস্ত হব না, পরিবর্তে আমরা ক্রমশ তাঁর বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখব। এ বিষয়ে যোষেফ আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আজ আমরা যোষেফের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখলাম। কারাগারের কয়েদী থেকে রাজার স্বপ্নের অর্থকারী হিসাবে পদোন্নতি দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আস্থাপূর্ণ আচরণে আমরা যোষেফের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। (১) পানপাত্রবাহক ২ বৎসর পর্যন্ত যোষেফকে মনে রাখেনি, কিন্তু তা দেখে যোষেফ ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেনি, (২) রাজার সুনজর পেতে নিজের গুণগান না করে, রাজার উপরেও ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কথা বলতে যোষেফ ভয় পায়নি, এবং (৩) নিজের বিভিন্ন প্রতিকূল অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ঈশ্বরের বিশ্বততায় আস্থা রেখে বলেছে, ঈশ্বর এটা শীঘ্র সাধন করতে চলেছেন। আমরা কি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ঈশ্বরে আস্থা রাখি? আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই, না মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাই? (১থিষলনীকীয় ২:৬)। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com